কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

চার বছরেও মেলেনি বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশনের টাকা

শরীফুল আলম সুমন ▶

আবেদন করার পর চার বছরেও মিলছে না বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতার (পেনশন) টাকা। অবসরগ্রহণের পর কাগজপত্র জোগাড় করতেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। ঘুষ দিয়ে তদবির করেও পাঁচ বছরে একজন বেসরকারি শিক্ষকের ভাগ্যে জোটেনি অবসর ভাতার টাকা। যতই দিন যাচ্ছে অবসর ভাতার টাকা প্রদানে দীর্ঘসূত্রতাও ততই বাড়ছে। নতুন পে-স্কেল ঘোষণা হলে এ সমস্যা আরো বাড়বে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

জানা যায়, শিক্ষকদের অবসর ভাতার টাকা প্রদানের সমস্যার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওয়াকিবহাল হলেও উত্তরণের পথ খুঁজতেই পাঁচ বছর কেটে গেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময় ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তিন ধাপে ৮১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। তবে শর্ত ছিল, এ টাকা খরচ না করে এর লাভ থেকে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা যাবে। মহাজোট সরকারের কাছে অবসর সুবিধা বোর্ড ৬০০ কোটি টাকা চাইলেও এখনো এক টাকাও পায়নি। প্রতিশ্রুতিতেই কেটে গেছে প্রায় পাঁচ বছর।

অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্যসচিব অধ্যাপক আসাদুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আপাতত কোনো সমাধান দেখছি না। আমরা সরকারের কাছে ৬০০ কোটি টাকা চেয়ে আবেদন করেছিলাম। অর্থ মন্ত্রণালয় কোনো জবাব দেয়নি। সরকারের চার বছরে যদি অল্প অল্প করে কিছু টাকাও দিত তাহলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হতো। আগামীতে পে-স্কেল ঘোষণা হলে অবসরের টাকা পেতে আরো দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হবে। এখনই যে কোনো উপায়ে টাকার সংস্থান না করা গেলে আগামীতে এ বোর্ড সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।'

অবসর সুবিধা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, সারা দেশের প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এক হাজার ৩০০ শিক্ষক-কর্মচারী প্রতি মাসে অবসরে যান। তাঁরা সবাই এ বোর্ডে আবেদন করেন অবসর ভাতার জন্য। তিন মাস পর পর বোর্ডের টাকা থাকা সাপেক্ষে অর্থ অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবেদন করা শিক্ষকদের টাকা দেওয়ার বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। আর চেক ছাড় করা হচ্ছে ২০১০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরের। কিন্তু এ তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া যায়নি। ২০১০ সালের শুরুর দিকে যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁরা এখনো টাকা পাননি।

> নতুন পে-স্কেল হলে দীর্ঘসূত্রতা আরো বাড়বে। শিক্ষকরা আবেদন করলে বলা হয় ফান্ড নেই

অবসর সুবিধা বোর্ডের সভাপতি ও শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের অবসরের টাকা প্রদানে প্রতি মাসে প্রায় ৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন; কিন্তু চাঁদা থেকে আসছে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। সরকার যদি এককালীন টাকা দিয়ে সব দেনা পরিশোধ করে দেয় তারপরও এখন থেকে যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের সমস্যা থেকেই যাবে। তবে এ সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আমরা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছি। সরকারের কাছ থেকে এককালীন কিছু টাকা এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় সামান্য বাড়তি নিয়ে বড় একটা ফান্ড তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। এর লভ্যাংশ থেকে শিক্ষকদের অবসরের টাকার চাহিদা মেটানো যাবে। কিন্তু এ জন্য আবার আইন সংশোধন করতে হবে।'

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রাজধানীর পল্লবীতে ব্যানবেইস ভবনের নিচতলার একপাশে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস। চার-পাঁচটি রুমে লাখ লাখ শিক্ষকের জন্য কাজ চলছে। একটি রুমের সামনে ভিড় করে আছেন বৃদ্ধ শিক্ষকরা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁদের ফাইলের খোঁজখবর জানতে পারছেন। প্রতিদিন শত শত শিক্ষক এ অফিসে ভিড় করলেও তাঁদের বসার কোনো জায়গা নেই। কেউ রাস্তার পাশের ফুটপাতে আবার কেউ বা সিঁড়ির পাশের মেঝেতে বসেই তাঁদের কাজ সারছেন।

বরগুনা জেলার চরকাগাছিয়া দাখিল মাদ্রাসার ঊর্ধ্বতন শিক্ষক মো. শাহজাহান ২০১০ সালের শেষের দিকে কাগজপত্র জমা দিয়েছেন। প্রায় প্রতি মাসেই একবার করে আসছেন অবসর সুবিধা বোর্ডে। তিনি বলেন, 'আমার টাকার খুবই দরকার। এখন পর্যন্ত ২০-৩০ বার এসেছি। আর ভালো লাগে না।'

মোজাম্মেল হক খন্দকার শেরপুর জেলার বালুরচর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২০১০ সালের ৩ আগস্ট অবসর সুবিধার আবেদন করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্ত্রীর হার্টের অসুখ। জরুরি অপারেশন প্রয়োজন। এলেই বলে আপনার চেক অনুমোদন হয়ে গেছে। এ কথা বলেই প্রায় এক বছর কাটিয়ে দিয়েছে।'

রাজধানীর মিরপুরের বশির উদ্দিন আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. নুরুল ইসলাম ২০১১ সালের ১৭ জানুয়ারি আবেদন করেন। তিনি বলেন, 'এখানে এলেই বলে ফান্ড নেই। সরকার টাকা দেয় না। অবসর গ্রহণের পর এ সামান্য টাকারও যে কত প্রয়োজন তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। ৩০-৩৫ বছর চাকরি শেষে এত ভোগান্তি মেনে নেওয়া কষ্টকর।'

শিক্ষকদের অভিযোগ, তাঁরা চার-পাঁচ বছরেও টাকা পাচ্ছেন না। আবার কেউ কেউ অল্পদিনেই টাকা পেয়ে যান। কারণ হজ্বযাত্রী, যুদ্ধিযোদ্ধা ও অসুস্থদের অবসর ভাতার টাকা দ্রুত দেওয়া হয়।